

## Application of Sukuk for Financing Sustainable Development Bangladesh Perspective

Md. Golzare Nabi\* Md. Sanaullah Talukder\*\*  
Evanta Hashem Katha\*\*\* Mashrura Kabir Shaeba\*\*\*\*

### ABSTRACT

*Like other countries Bangladesh needs a well-functioning and efficient infrastructure as it promotes economic growth and development. In order to achieve the status of an upper middle-income country by 2031, it is important to address the infrastructure gaps in Bangladesh. As traditional sources of funds are inadequate in financing infrastructure projects, Bangladesh needs to utilize sukuk, Shari'ah complaint investment certificate, to supplement traditional sources for financing infrastructure projects in order to promote GDP growth aiming at employment generation and poverty reduction. The present paper focuses on significance of infrastructures for achieving sustainable growth, analyzes concept and types of sukuk, and examines its potentials in financing infrastructure projects in Bangladesh. It also elucidates challenges of issuing sukuk in Bangladesh and provides policy options to face the challenges. The article underlines the potentiality of Sukuk to play a major role in financing development of Bangladesh by expanding the sukuk market with necessary policy support.*

**Keywords:** Sustainable; Economic Development; Infrastructure; Sukuk; Bangladesh

টেকসই উন্নয়ন অর্থায়নে সুকূকের ব্যবহার : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ

অবকাঠামো টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে বিধায় অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেরও একটি কার্যকর ও দক্ষ অবকাঠামো থাকা প্রয়োজন। ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের অবকাঠামোর

\* Dr. Md. Golzare Nabi, Director, Bangladesh Bank Training Academy (BBTA), Bangladesh Bank, e-mail: golzare@gmail.com

\*\* Md. Sanaullah Talukder, Additional Director, Research Department, Bangladesh Bank

\*\*\* Evanta Hashem Katha, Assistant Director, Research Department, Bangladesh Bank.

\*\*\*\* Mashrura Kabir Shaeba, Assistant Director, Research Department, Bangladesh Bank.

ঘাটতি পূরণ করা জরুরী। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রচলিত উৎসসমূহ থেকে অবকাঠামোর অর্থায়ন করা পুরোপুরি সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ইসলামী বিনিয়োগ সনদ 'সুকূক' অবকাঠামো প্রকল্প অর্থায়নের প্রচলিত উৎসসমূহের পাশাপাশি অন্যতম টেকসই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায়, যা উচ্চ প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে কর্ম সৃজন ও দারিদ্র্য বিমোচন করতে পারে। আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবকাঠামোর গুরুত্ব, সুকূকের ধারণা ও প্রকারভেদ এবং বাংলাদেশে সুকূকের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে অর্থায়নের সম্ভাবনাসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া, প্রবন্ধটিতে বাংলাদেশে সুকূকের চ্যালেঞ্জ ও করণীয় বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রয়োজনীয় নীতি সমর্থনের মাধ্যমে সুকূক বাজারকে সম্প্রসারণ করা হলে বাংলাদেশের উন্নয়ন অর্থায়নে তা ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

**মূলশব্দ:** টেকসই; অর্থনৈতিক উন্নয়ন; অবকাঠামো; সুকূক; বাংলাদেশ

### ভূমিকা

২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামোর গুণগত মাননোয়ন অতীব প্রয়োজনীয় যা টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। বাংলাদেশে অবকাঠামোর অনেক ঘাটতি রয়েছে যা কাজক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিরাট প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে। বিভিন্ন অবকাঠামো প্রকল্প অর্থায়নে বিপুল পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন যা বাংলাদেশের প্রচলিত উৎসসমূহ থেকে পুরোপুরি যোগান দেয়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ইসলামী বিনিয়োগ সনদ 'সুকূক' অবকাঠামো প্রকল্প অর্থায়নের প্রচলিত উৎসসমূহের পাশাপাশি অন্যতম টেকসই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায়, যা ইতোমধ্যে বিশ্বজুড়ে বিশেষতঃ মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহে অবকাঠামোগত প্রকল্পগুলোর অর্থ সংস্থানের জন্য কার্যকর মাধ্যম হিসাবে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বহু অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ যেমন- যুক্তরাজ্য, হংকং, লুক্সেমবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর অবকাঠামোগত প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য সুকূক ব্যবহার করছে। অনুকূলভাবে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অবকাঠামো প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাপকভাবে সুকূক ব্যবহার করতে পারে। ৮ শতাংশেরও বেশি হারে কাজক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন প্রয়োজন। কারণ, কার্যকর এবং দক্ষ অবকাঠামো উৎপাদন প্রক্রিয়া, বাণিজ্য সংযোগ, মানবসম্পদ এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে। অপরিপূর্ণ রাজস্ব উদ্বৃত্ত, পুঁজিবাজারে উপযুক্ত উপকরণের স্বল্পতা, স্বল্প পরিমাণের বৈদেশিক সহায়তা এবং বিনিয়োগের কারণে বাংলাদেশের অবকাঠামোগত প্রকল্পগুলোর সুষ্ঠু বিকাশের গতি শ্লথ হয়ে পড়েছে। যেহেতু জরুরি ভিত্তিতে অবকাঠামোগত ঘাটতি পূরণ করা জাতীয় অগ্রাধিকারে পরিণত হয়েছে, তাই বাংলাদেশকে অবকাঠামো প্রকল্পসমূহের অর্থায়নে কার্যকর বিকল্পগুলোর সন্ধান করা

জরুরী। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে সরকারী খাতে ৩টি ও বেসরকারী খাতে ১টি করে সুকূক ইস্যু করা হয়েছে এবং উভয় ক্ষেত্রে বিশেষত সরকারী সুকূকের প্রতি বিনিয়োগকারীদের বিপুল উৎসাহ অবকাঠামো প্রকল্পের অর্থায়নে কার্যকর বিকল্প হিসেবে সুকূক ব্যবহারের উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অবকাঠামো প্রকল্পের অর্থায়নে সুকূকের ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের লক্ষ্যে সুকূকের পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য, প্রকার এবং বাংলাদেশে এর সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ আলোচ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রবন্ধটিতে মাধ্যমিক উপাত্ত ব্যবহার করে গুণাত্মক বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধের প্রথমে ভূমিকা অবতারণার পর টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবকাঠামোর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এরপরে প্রাসংগিক সুকূক সাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং সুকূকের বৈশ্বিক ও বাংলাদেশের পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রকল্প অর্থায়নের জন্য জনপ্রিয় ইজারা সুকূক বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এবং বাংলাদেশে সুকূকের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে অর্থায়নের সম্ভাবনাসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপসংহারের পূর্বে বাংলাদেশে সুকূকের চ্যালেঞ্জ ও করণীয় বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

### টেকসই উন্নয়নে অবকাঠামোর গুরুত্ব

উন্নত ও উদীয়মান দেশসমূহের উন্নয়ন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অবকাঠামো এবং টেকসই উন্নয়নের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। টেকসই উন্নয়ন বলতে বোঝায় পরিবেশ বান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়ন যা অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সাথে দারিদ্র্য বিমোচন, বৈষম্য হ্রাস এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। টেকসই উন্নয়ন ৩টি বিষয়কে একই সংগে উন্নয়নের জন্য গুরুত্ব প্রদান করে সেগুলো হলো- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণ ও পরিবেশ উন্নয়ন। টেকসই উন্নয়ন বর্তমান প্রজন্ম চাহিদার প্রয়োজন পূরণের সংগে ভবিষ্যত প্রজন্মের চাহিদা মেটানোর জন্য পরিবেশের মূল্যবান সম্পদসমূহ তথা পানি, বায়ু, বন, প্রাণি, খনিজ সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিমিত ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) হিসেবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত ১৭টি লক্ষ্য চিহ্নিত করেছে। অন্যদিকে, অবকাঠামো বলতে সড়ক, রেলওয়ে, নৌ ও আকাশ পথ, সকল প্রকার বিমান পরিবহন ব্যবস্থা, বন্দর প্রভৃতি ভৌত কাঠামো এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাসহ সকল সামাজিক কাঠামো বোঝায়।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বিকাশকে ত্বরান্বিত করার জন্য অবকাঠামো মূল চালক হিসেবে কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল খাতগুলো যেমন- কৃষি, শিল্প ও পরিষেবা খাতের আধুনিকীকরণের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধা যেমন- সড়ক নেটওয়ার্ক, বন্দর, এনার্জি, টেলিকম, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যুগপৎ উন্নয়ন

প্রয়োজন। উন্নয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অবকাঠামো বিনিয়োগ বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। চ্যানেলগুলো হলঃ

- ক. উৎপাদনশীল কৃষি, শিল্প ও পরিষেবা খাতের ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি।
- খ. লেনদেন ব্যয় হ্রাস এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রবাহকে সহজীকরণ।
- গ. শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মান বৃদ্ধি করে মানব মূলধনের উৎকর্ষ সাধন।
- ঘ. নতুন ধরনের পণ্যের চাহিদা পূরণের জন্য উৎপাদন ও যোগান ব্যবস্থা উন্নতকরণ।
- ঙ. বৈদেশিক বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি আকর্ষণ।
- চ. কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

অবকাঠামোগত বিনিয়োগ দারিদ্র্য বিমোচনেও অবদান রাখতে পারে। চীন এবং অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশসমূহের বিপুল উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য হ্রাসে অবকাঠামোগত বিনিয়োগ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

গত দেড় দশকে বাংলাদেশ ৬ শতাংশেরও অধিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, তবে এক-চতুর্থাংশ জনগণ এখনো দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে; এদেরকে দারিদ্র্যের চক্র থেকে মুক্তি পেতে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশের বেশি হওয়া দরকার। কিন্তু মানসম্মত সড়ক, রেলওয়ে, নৌ ও আকাশ পথ, পরিবহন ব্যবস্থা, বন্দর প্রভৃতি ভৌত কাঠামোর অভাব এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাসহ সকল সামাজিক কাঠামো সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতা প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করেছে। ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বিকাশ ত্বরান্বিত করতে অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিকল্প নেই। বাংলাদেশের অবকাঠামো প্রকল্পসমূহ অর্থায়নের জন প্রচলিত উৎসসমূহ হলো- রাজস্ব উদ্বৃত্ত, পুঁজিবাজার, বৈদেশিক সহায়তা এবং বিনিয়োগ। তবে প্রচলিত উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত তহবিল অপര്യാপ্ত হওয়ায় বাংলাদেশে অবকাঠামো প্রকল্পগুলোর অর্থায়নে সুকূক কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

### সুকূক ও এর বৈশিষ্ট্য

সুকূক (صكوك) আরবি শব্দ ‘সাক’ এর বহুবচন। আরবি ভাষায় সুকূক অর্থ দলিল, চেক, বিল ইত্যাদি (Fazlur Rahman 2015, 631)। আর্থিক বিষয়ক পুস্তকে বহুল আলোচিত ও প্রচলিত সুদভিত্তিক আর্থিক সিকিউরিটি ‘বন্ড’-এর ইসলামী বিকল্প হচ্ছে সুকূক, যা সমমূল্যমানের লিখিত আর্থিক সনদ বা সম্পদকে বোঝায়। সুদভিত্তিক বন্ড এর বিকল্প হিসেবে সুদমুক্ত সুকূক ইসলামী শরীয়াহর আলোকে গঠিত আর্থিক ও বাণিজ্যিক অর্থায়নের হাতিয়ার।

AAOIFI এর শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ডে বলা হয়েছে:

“সুকূক সমমূল্যের এমন সার্টিফিকেট, যা কোনো সম্পদের অথবা কোনো উপকারের (Usufruct) বা সেবায় অথবা নির্দিষ্ট প্রকল্পের কিংবা বিশেষ কোনো বিনিয়োগ কার্যক্রমের মালিকানার অবিভক্ত অংশের প্রতিনিধিত্ব করে।” (AAOIFI 2023, 474)

বাংলাদেশ সরকারের বিনিয়োগ সুকূক গাইডলাইন ২০২০ অনুযায়ী, ‘সুকূক অর্থ সমমূল্যের অনুমোদিত সম্পত্তি-নিদর্শনপত্র যা কোন শরীয়াহ্ সম্মত বিনিয়োগ চুক্তির আওতায় নির্দিষ্ট প্রকল্পের অথবা বিশেষ বিনিয়োগের বা কোন পরিষেবার বিদ্যমান সম্পদের (tangible assets, usufruct এবং services) ওপর অথবা/এবং ভবিষ্যতে উৎপাদন বা প্রস্তুতের মাধ্যমে উক্ত চুক্তির অধীনে অন্তর্ভুক্ত হবে এরূপ সম্পদের ওপর অথবা/এবং ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতে ক্রয় করা হবে বা ইতোমধ্যে ক্রয় করা হয়েছে এমন কোন শরীয়াহ্ সম্মত পণ্য দ্রব্যের ওপর অবিভক্ত মালিকানা অথবা অংশীদারিত্ব নির্দেশ করবে’।

অতএব বলা যায়, সুকূক ইসলামী শরীয়াহ্র আলোকে গঠিত সমমূল্যের বিনিয়োগ সার্টিফিকেট যা কোন বস্তুগত সম্পদ, এর ব্যবহার এবং সেবা অথবা কোন প্রকল্পের মালিকানা অথবা কোন বিশেষ বিনিয়োগকে নির্দেশ করে

সুকূকের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

- ক. ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত সম্পদে মালিকানা: সুকূকধারকগণ ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সম্পদে মালিকানা লাভ করে। সুকূক সংশ্লিষ্ট সম্পদে বাহকের অংশীদারিত্বের স্বীকৃতিসনদ; এটি প্রচলিত বন্ডের মত ঋণপত্র নয়।
- খ. মুনাফা প্রদানকারী ইসলামী বিনিয়োগপত্র: সুকূকধারকগণ মুনাফা লাভ করে। তবে মুনাফার পরিমাণ পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট থাকে না। প্রকল্পের লভ্যাংশ থেকে সুকূক ধারকগণের প্রাপ্য মুনাফার শতকরা হার সুকূক ইস্যুর প্রসপেকটাসে উল্লেখ থাকে।
- গ. ঝুঁকি বহন: সুকূকধারক যাবতীয় ঝুঁকি বহন করে। ফলে সংশ্লিষ্ট সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি বা মেয়াদান্তে কোন প্রকার লোকসান হলে তার ভার বহন করতে হয়।
- ঘ. রাষ্ট্রীয় আইন ও শরীয়াহ্ পরিপালন: সুকূক ইস্যুকরণ ও লেনদেনসহ প্রতিটি পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় আইনের পাশাপাশি ইসলামী শরীয়াহ্ আইন পরিপালন করতে হয়। ইসলামী শরীয়াহ্ আইনে সুদ, জুয়া এবং অতি ফটকা কারবার (excessive speculation) নিষিদ্ধ। মানব সমাজ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কাজে সুকূক ইস্যুও নিষিদ্ধ।
- ঙ. আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি সহায়ক: মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকগণ সুকূকে বিনিয়োগ করতে পারেন। সরকার ক্ষুদ্র অভিহিত মূল্যের সুকূক ইস্যুর মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে পারেন।

### সুকূক এর প্রকারভেদ

শরীয়াহ্ সম্মত চুক্তি অনুযায়ী সুকূক চার প্রকার হতে পারে। (১) অংশীদারী পদ্ধতির সুকূক, যেমন-মুশারাকা ও মুদারাবা সুকূক; (২) ইজারা পদ্ধতির সুকূক; (৩) ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির সুকূক, যেমন-মুরাবাহা সুকূক, ইস্তিসনা সুকূক ও সালাম সুকূক এবং (৪) এজেন্সী ভিত্তিক সুকূক, যেমন-ওকাল্লা সুকূক। একাধিক পদ্ধতির সুকূক নিয়ে মিশ্র সুকূকও গঠন করা হয়, যা হাইব্রিড সুকূক নামে পরিচিত। ইস্যুকারীগণ প্রধানত

বাস্তব চাহিদা, মেয়াদ ও প্রাপ্ত অন্তর্নিহিত সম্পদের আলোকে সুকূক-এর একটি শ্রেণি নির্বাচন করে থাকেন। উল্লেখ্য, সাধারণত প্রকল্প অর্থাৎ ইজারা ও অংশীদারী পদ্ধতির সুকূক এবং স্বল্প মেয়াদি তারল্য ব্যবস্থাপনায় ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির সুকূক ব্যবহার করা হয়।

অন্তর্নিহিত সম্পদের মালিকানার ভিত্তিতে সুকূক দু প্রকার হতে পারে। যেমন- এসেট ব্যাকড সুকূক এবং এসেট বেইজড সুকূক। স্পেশাল পারপাস ভেহিক্যাল (এসপিভি) এর নিকট অন্তর্নিহিত সম্পদের মালিকানা হস্তান্তর করে সুকূক ইস্যু করা হলে এসেট ব্যাকড সুকূক এবং স্পেশাল পারপাস ভেহিক্যাল (এসপিভি) এর নিকট অন্তর্নিহিত সম্পদের মালিকানা নয় বরং অন্তর্নিহিত সম্পদ থেকে আহরিত আয়ের মালিকানা হস্তান্তর করে সুকূক ইস্যু করা হলে এসেট বেইজড সুকূক বলা হয়।

### প্রচলিত সুদ ভিত্তিক বন্ড ও সুকূকের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

প্রচলিত সুদ ভিত্তিক বন্ড ও সুকূকের মধ্যে মূল সাদৃশ্য হলো যে, উভয়ই আর্থিক হাতিয়ার হিসেবে বাজার তথা জনসাধারণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তহবিল আহরণের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন, শিল্প ও বাণিজ্যিক অর্থাৎ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে উভয়ের মধ্যে নীতি, প্রায়োগিক ও মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। ইসলামী শরীয়াহ্-এ সুদ আরোপে নিষেধাজ্ঞা থাকায় সুকূক সুদ পরিহার করে ইসলামী নীতিসমূহের সাথে মিল রেখে ইস্যু করা হয়। প্রচলিত বন্ড হচ্ছে একটি ঋণ ভিত্তিক আর্থিক হাতিয়ার যাতে নির্দিষ্ট বা ফ্লোটিং সুদ হারে মুনাফা প্রদানের জন্য একটি চুক্তিভিত্তিক বাধ্যবাধকতা থাকে। এটি মালিকানা ভিত্তিক আর্থিক হাতিয়ার যাতে কোন সুদের উপার্জন বা ঋণের বাধ্যবাধকতা থাকে না। প্রচলিত বন্ড হোল্ডারগণ পূর্ব নির্ধারিত তারিখে নির্দিষ্ট হারে লাভ এবং মূলধন ফেরত পেয়ে থাকে। যদি ইস্যুকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে এই ধরনের বন্ড হোল্ডার কোন ক্ষতি বহন করে না। বিপরীতভাবে, সুকূক হোল্ডারগণ অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তির মালিকানা এবং অন্তর্নিহিত বস্তুগত বা বস্তুগত সম্পত্তি (অংশীদারিত্ব, ইজারা, বা বিক্রয়) থেকে লাভের অধিকার পেয়ে থাকে এবং যদি কোন ক্ষতিও হয়, তারা তা বহন করে থাকে। প্রচলিত বন্ড যে কোনও সম্পদ, ব্যবসা বা প্রকল্পে দেশের আইন অনুসারে বিনিয়োগ করতে পারে। কিন্তু, সুকূক শুধুমাত্র সেইসব সম্পদ, ব্যবসা বা প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারে যেগুলো ইসলামিক শরীয়াহ্ এবং দেশের আইন উভয়ই অনুসরণ করে পরিচালিত হয়।

### সুকূকের মুখ্য পক্ষসমূহ

সুকূকের ইস্যু ও বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনায় কতিপয় পক্ষসমূহ জড়িত থাকে। এদের মধ্যে মুখ্য পক্ষসমূহ নিম্নে আলোচিত হলো:

**অরিজিনেটর:** নির্দিষ্ট কোন প্রকল্প অর্থাৎ হাতিয়ারের জন্য যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সুকূক ইস্যু করা হয়ে থাকে, তা সুকূক সাহিত্যে অরিজিনেটর নামে পরিচিত। অরিজিনেটর সরকারী, বেসরকারী, আধাসরকারী, সমাজকল্যাণমূলক অথবা আন্তর্জাতিক যে কোনো ধরনের বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হতে পারে।

**স্পেশাল পারপাস ভেহিক্যাল (এসপিভি):** যে বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান অরিজিনেটর পক্ষে সুকূক ইস্যু করে থাকে। এসপিভি বিনিয়োগকারীদের নিকট সুকূক বিক্রয় করে অরিজিনেটর-এর জন্য অর্থ সংগ্রহ করে। এসপিভি বিনিয়োগকারীদের মাঝে মুনাফা বন্টন এবং মেয়াদ শেষে বিনিয়োগকারীদের মূলধন ফেরত প্রদান করে।

**ইস্যু ম্যানেজার:** যে বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান সুকূক ইস্যু ব্যবস্থাপনা ও অর্থ সংগ্রহের কাজ করে।

**ট্রাস্টি:** যে বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান সুকূকধারকগণের স্বার্থ দেখভাল করে থাকে, তা ট্রাস্টি নামে পরিচিত। অনেকসময় একই প্রতিষ্ঠান স্পেশাল পারপাস ভেহিক্যালও ট্রাস্টির কাজ করে থাকে।

**বিনিয়োগকারী:** যে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সুকূক ক্রয় করে থাকে।

**শরীয়াহ বোর্ড:** ইসলামী আর্থিক বাজার বিষয়ে অভিজ্ঞ শরীয়াহ উপদেষ্টাদের নিয়ে গঠিত শরীয়াহ বোর্ড সুকূক ইস্যু ও লেনদেনসহ সব বিষয়ে শরীয়াহ পরিপালন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

### সুকূকের ঝুঁকিসমূহ

প্রচলিত বন্ডের ন্যায় সুকূকের বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি রয়েছে। সুকূক প্রচলিত বন্ডের ন্যায় যে ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে সেগুলো হলো, সুকূক মূল্য উঠানামা জনিত ঝুঁকি, প্রকৃত সম্পদের বাজারমূল্য জনিত ঝুঁকি, মুনাফার ঝুঁকি ও মূল্যস্ফীতির ঝুঁকি। সুকূক প্রচলিত বন্ডের ন্যায় বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি ব্যতীত যে গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে তা হলো শরীয়াহ পরিপালন ঘাটতিজনিত ঝুঁকি। তবে সুকূকে যেহেতু প্রকৃত অন্তর্নিহিত সম্পদের বিপরীতে শরীয়াহ পরিপালন সাপেক্ষে ইস্যু করা হয়, প্রচলিত বন্ডের তুলনায় এটি কম ঝুঁকিপূর্ণ ও অধিকতর স্থিতিশীল।

### প্রাসংগিক সুকূক সাহিত্য পর্যালোচনা

সুকূক বাজার বিশ্বব্যাপী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ও অমুসলিম উভয় দেশেই প্রসারিত হবার প্রেক্ষিতে অনেক আর্থিক গবেষক ও পণ্ডিত সুকূকের বিভিন্ন বিষয় যেমন এর কাঠামোগত ব্যবস্থাপনা, শরীয়াহ পরিপালন, ঝুঁকি এবং অর্থ ও মূলধন, বাজারে সুকূকের বহুমুখী ভূমিকা নিয়ে গবেষণা কর্মে সম্পৃক্ত রয়েছেন। এছাড়াও অনেক আর্থিক, একাডেমিক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, রেটিং সংস্থা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষসমূহ সুকূক সম্পর্কিত গবেষণামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করছেন।

Ali (2005) উল্লেখ করেছেন যে, ইজারা সুকূক গবেষকদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে এবং বৃহৎ বিনিয়োগকারী ও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে এর উচ্চ চাহিদা রয়েছে। Al-Bashir (2008) সহ অন্যরা ইজারা, মুশারাকা, মুদারাবা এবং সুকূকের অন্যান্য ধরন বিশ্লেষণ করেছেন। শরীয়াহ ভিত্তিক বিভিন্ন সুকূক নিয়ে লেখকগণ বিশেষত মূলধন গ্যারান্টি, চুক্তি কাঠামো, মূল্য নির্ধারণ এবং সম্পত্তির বিকল্পের বিষয়টি নিয়ে কাজ করেন।

Solé (2008) কয়েতে আর্থিক বাজারের বিকাশ কিভাবে হয় সেটির ওপর একটি কেস স্টাডি উপস্থাপন করেন এবং সুপারিশ করেন যে, কর্পোরেট বন্ড ও সুকূক বাজারের উন্নয়নের সহায়তা করার জন্য বিদ্যমান আইনি কাঠামোর উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

Wilson (2008) আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গি হতে বিভিন্ন সুকূক কাঠামোর বিশ্লেষণ করেন এবং লন্ডন আন্তঃ-ব্যাংক অফার রেটের বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করে সুকূকের মূল্য সংক্রান্ত বিষয়গুলো অনুসন্ধান করেন।

Kamil (2010) সহ অন্যরা সুকূক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে ইসলামী সিকিউরিটিজেশনের ওপর ধারণা প্রদান করেন। গবেষণাপত্রটিতে জোর দেওয়া হয়েছে যে, অংশীদারিত্বের নীতির উপর ভিত্তি করে সুকূক কাঠামো ঝুঁকি পরিবর্তনের বদলে ঝুঁকি ভাগাভাগি হিসেবে বিবেচিত হয়।

Al Saeed (2012) সৌদি আরবে কর্পোরেট সুকূকের সম্ভাবনা মূল্যায়ন করেন। গবেষক সুকূকের যথার্থতাকে দীর্ঘমেয়াদী শরীয়াহ সম্মত আর্থিক উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করেন।

Godlewski (2013) সহ অন্যান্যরা মালেশিয়ার শেয়ার বাজারে সুকূক এবং প্রচলিত বন্ডের মধ্যে তুলনা করার চেষ্টা করেন। গবেষকবৃন্দ সুকূক ও প্রচলিত বন্ডের ঘোষণার ক্ষেত্রে শেয়ার বাজারের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোকে নমুনা হিসেবে একটি পরীক্ষা করে। ফলাফলে দেখা যায় যে, স্টক মার্কেট প্রচলিত বন্ড ইস্যু ঘোষণার ব্যাপারে নিরপেক্ষ কিন্তু সুকূক ইস্যুর ঘোষণায় নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানায়। ইসলামী বিনিয়োগপত্রের অতিরিক্ত চাহিদা এবং নিম্ন ঋণ মানের কোম্পানিগুলোর দ্বারা সুকূক ইস্যু করার পক্ষে প্রতিকূল নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সুকূক ইস্যুতে শেয়ার বাজারে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী করা যেতে পারে।

Abdullah (2014) সহ অন্যরা অবকাঠামো প্রকল্পগুলোর জন্য সুকূক ইস্যুর সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহের একটি বিবরণ প্রদান করেন। সুকূক ইস্যু করার মাধ্যমে অবকাঠামো প্রকল্পের তহবিল সংগ্রহ প্রচলিত বন্ডগুলোর একটি জনপ্রিয় বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। গবেষণাটি প্রকল্পের জন্য তহবিল সংগ্রহ করার সময় ইসলামী এবং প্রচলিত পুঁজিবাজার উভয় ক্ষেত্রেই সাধারণ ঝুঁকি খুঁজে পায়। এ ঝুঁকিসমূহের মধ্যে রয়েছে আইনি এবং নিয়ন্ত্রক ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি, ক্রেডিট ঝুঁকি, পরিচালনাগত ঝুঁকি, প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি, মূলধন ঝুঁকি ইত্যাদি। এছাড়া, সুকূক অতিরিক্ত ঝুঁকি যেমন শরীয়াহ পরিপালন ও কাঠামো ঝুঁকির সম্মুখীন হয়।

Chazi (2014) সহ অন্যরা আফ্রিকান দেশগুলোতে অবকাঠামো প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য বিকল্প সুকূক কাঠামো উপস্থাপন করেছেন। প্রবন্ধকারগণ উল্লেখ করেন যে, অবকাঠামোতে অপ্রতুলতার দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা দূর করার জন্য ইসলামী বন্ড একটি নিরামক হতে পারে। তারা আরও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, আফ্রিকান দেশগুলোতে অবকাঠামো প্রকল্পের উন্নয়নে সুকূক একটি অনুঘটক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে

পারে। গবেষণাটি প্রকাশ করে যে, মধ্যপ্রাচ্যের সার্বভৌম সম্পদ তহবিল এবং আফ্রিকান দেশগুলোতে বিপুল সংখ্যক উচ্চ আয়ের মানুষ সুকূক ব্যবহার করে আফ্রিকান দেশগুলোতে অবকাঠামো প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হতে পারে। তারা আরও বিশ্বাস করে যে, শরীয়াহ সম্মত পদ্ধতি হিসাবে সুকূক অমুসলিম বিনিয়োগকারীদের কাছে গ্রহণীয় হবে যদি আকর্ষণীয় রিটার্নের হার নিশ্চিত করা হয়।

### সুকূকের বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতি

ইসলামের ইতিহাসের সোনালি মধ্যযুগে আর্থিক ও বাণিজ্যিক লেনদেনে সুকূকের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। পরবর্তীতে অধিকাংশ মুসলিম দেশসমূহে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক দেশগুলোর শাসন শুরু হলে সুকূকসহ অন্যান্য ইসলামী আর্থিক ও বাণিজ্যিক অর্থায়নের হাতিয়ারসমূহের ব্যবহার ধীরে ধীরে হ্রাস বা বিলুপ্ত হতে থাকে। বিংশ শতাব্দীতে মুসলিম দেশগুলো স্বাধীনতা অর্জন শুরু করলে মুসলিম মহান চিন্তাবিদগণ ইসলামী শরীয়াহসম্মত আর্থিক ও বাণিজ্যিক অর্থায়নের হাতিয়ারসমূহের ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৬৩ সালে মিসরে প্রথম ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশসহ মুসলিম দেশসমূহ সৌদি আরবের জেদ্দা নগরীতে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করলে দেশে দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জোয়ার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে ১৯৮৩ সালে ইসলামী ব্যাংকের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৯০ এর দশকে মালয়েশিয়ায় সুদভিত্তিক বন্ড-এর বিকল্প হিসেবে ইসলামী শরীয়াহর আলোকে আর্থিক ও বাণিজ্যিক অর্থায়নের হাতিয়ার হিসেবে সুকূকের ব্যবহার শুরু হয় এবং বর্তমানে তা মুসলিম ও অ-মুসলিম উভয় দেশে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কম ঝুঁকিপূর্ণ ও অধিকতর স্থিতিশীল হওয়ার কারণে অর্থায়নের টেকসই বিকল্প হিসেবে সুকূক বিশ্বব্যাপী মুসলিম এবং অ-মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উভয় দেশগুলোর সরকারি ও বেসরকারি খাতে বাজেট ঘাটতি ও তারল্য ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্প অর্থায়নে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। IFSB (2022) এর উপাত্ত অনুসারে ২০২১ সালের শেষ নাগাদ বৈশ্বিক সুকূক স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৭৫.৭ বিলিয়ন ডলার। ২০২১ সালে সুকূক ইস্যুর ক্ষেত্রে সরকারি খাত, বেসরকারি খাত ও বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানের অবদান যথাক্রমে ৪৪ শতাংশ, ৪২ শতাংশ এবং ১৮ শতাংশ। IIFM এর ২০২১ সালের প্রতিবেদন অনুসারে ২০২০ সালে বৈশ্বিক সুকূক বাজারের স্থিতিতে মালয়েশিয়ার অবদান সর্বোচ্চ (৪৩.৪৩%)। বৈশ্বিক সুকূক বাজারের স্থিতির আলোকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনকারী অন্যান্য দেশগুলো হচ্ছে সৌদি আরব (২২.০৩%), ইন্দোনেশিয়া (১৩.৮১%), তুরস্ক (৫.১০%), আরব আমিরাতে (৭.৪৬%), কাতার (২.৩১%) এবং বাহরাইন (২.৪%)। অ-মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ যেসব দেশ সুকূক ইস্যু করেছে তার মধ্যে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, হল্যান্ড, সিংগাপুর উল্লেখযোগ্য। সুকূক ইস্যুকারী বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, বিশ্বব্যাংক ও আইএফসি। বৈশ্বিক সুকূক বাজারের স্থিতিতে বাংলাদেশের অবদান (০.০৬%)।

### বাংলাদেশের সুকূক বাজারের অবস্থা

২৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে প্রথম বিনিয়োগ সুকূক ইস্যুর ফলে বাংলাদেশের আর্থিক বাজার ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। আলোচ্য সুকূক ইস্যুর মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থিক ও সরকারের উন্নয়ন অর্থায়ন খাতে একটি নব দিগন্তের সূচনা হলো। দেশের চলমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে শরীয়াহ ভিত্তিক অর্থায়নের পথ সম্প্রসারণ ও সুগম করার লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ 'বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগ সুকূক' ইস্যুর নীতিমালার আলোকে সুকূক ইস্যুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এর 'ইসলামিক সিকিউরিটিজ সেকশনকে' স্পেশাল পারপাস ভেহিক্যাল (এসপিভি) হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের বিনিয়োগ সুকূক ইস্যু ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ' প্রকল্পে অর্থায়নের নিমিত্তে সুকূক ইস্যুর মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে ৮,০০০.০০ (আট হাজার) কোটি টাকা উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় (Bangladesh Bank, 2020)। প্রথম ধাপে বার্ষিক ৪.৬৯% মুনাফা হারে ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগ সুকূক (ইজারা সুকূক) এর ৪০০০.০০ (চার হাজার) কোটি টাকার অকশন ২৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। নিলামে বিনিয়োগকারীরা মোট ১৫,১৫৩.১০ কোটি টাকার বিড দাখিল করে। চাহিদাকৃত পরিমাণের চেয়ে অকশনে দাখিলকৃত বিডের পরিমাণ প্রায় ৪ গুণ বেশি হওয়ায় বিনিয়োগকারীদেরকে তাদের বিডের বিপরীতে আনুপাতিক হারে সুকূক বরাদ্দ দেয়া হয়। চাহিদার তুলনায় অকশনে দাখিলকৃত বিডের পরিমাণ প্রায় ৪ গুণ বেশি হওয়ায় এটি ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক বিনিয়োগ সার্টিফিকেট 'সুকূক' এর বিপুল জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে। ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত ইস্যুকৃত ৩টি সরকারী সুকূক এর মোট পরিমাণ ১৮০০০.০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে (Bangladesh Bank, 2022)। ২০২১ সালে বেসরকারী খাতে বেক্সিমকো ৩০০০ কোটি টাকার ১টি সুকূক ইস্যু করেছে সোলার প্লান্ট স্থাপন ও টেক্সটাইল মেশিনারীজ ক্রয়ের জন্য সুকূকটি ইস্যু করা হয়েছে (BEXIMCO 2021)।

### প্রকল্প অর্থায়নের জন্য জনপ্রিয় ইজারা সুকূক

ইজারা সুকূক সমমূল্যমানের সনদপত্র, যা শরীয়াহসম্মত বিনিয়োগ চুক্তির আওতায় নির্দিষ্ট কোনো সম্পদের অথবা কোন পরিষেবার বিদ্যমান সম্পদের (tangible assets, usufruct, services) ওপর অথবা ভবিষ্যতে উৎপাদন বা প্রস্তুতের মাধ্যমে উক্ত চুক্তির অধীনে অন্তর্ভুক্ত হবে এরূপ সম্পদের ওপর অবিভক্ত মালিকানা অথবা অংশীদারিত্ব নির্দেশ করে। বর্তমান বিশ্বে ইজারা সুকূক দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পে অর্থায়নের সবচেয়ে জনপ্রিয় আর্থিক সিকিউরিটি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। শরীয়াহ পরিপালন, প্রকল্পে অর্থায়নে সহজ কাঠামো এবং অন্তর্নিহিত প্রকৃত সম্পদের প্রাপ্ততা ইজারা সুকূকের জনপ্রিয়তার কারণ বলে মনে করা হয়। ইজারা সুকূকে মাধ্যমিক বাজারে লেনদেন করা সম্ভব। ইজারা সুকূকধারকগণ নির্ধারিত সময়সীমার জন্য ভাড়া হিসেবে

নগদ অর্থ গ্রহণ করেন এবং মেয়াদ শেষে মূলধন ফেরত পেয়ে থাকেন। সুকূক ধারক প্রকৃত সম্পদ থেকে লাভ গ্রহণ করে এবং একই সাথে প্রকৃত সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ এবং ক্ষয়ক্ষতির দায়ভার বহন করেন। ইস্যুকারী কর্তৃক সুকূক ধারককে প্রদত্ত ভাড়ার পরিমাণ নির্দিষ্ট বা পরিবর্তনশীল হতে পারে।

### ইজারা সুকূকের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ক. ইজারা চুক্তিতে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য ভাড়ার হার নির্ধারিত থাকে। ভাড়ার হার যৌক্তিক এবং বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে অপরিবর্তনশীল, ক্রমবর্ধমান অথবা ক্রমহ্রাসমান হতে পারে।
- খ. চুক্তিতে অবশ্যই একটি মূল্যমান অন্তর্নিহিত সম্পদের উল্লেখ থাকতে হবে। সম্পদটির মূল্য মোট সুকূক মূল্য-এর সমান অথবা বেশী হতে পারে।
- গ. ইজারা চুক্তিতে উল্লেখিত সম্পদটির গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার থাকতে হবে।
- ঘ. চুক্তিতে ট্রাস্টিকে অন্তর্নিহিত সম্পদের মালিকানা নিবন্ধন করে হস্তান্তর করতে হয়।
- ঙ. সম্পদের ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত যেকোন দায় অরিজিনেটরের দায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- চ. অন্তর্নিহিত সম্পদ চুক্তিতে উল্লেখিত নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হয়।
- ছ. সম্পদের কোন আংশিক ক্ষয় বা লোকসানের ক্ষেত্রে ইজারা সুকূক চুক্তি চলমান থাকে।
- জ. সম্পূর্ণ ক্ষতি যদি অরিজিনেটর দায়িত্বহীনতার জন্য হয়ে থাকে, তবে ট্রাস্টিকে ভর্তুকি দেয়ার দায়ভার অরিজিনেটরকে নিতে হয়।
- ঘ. ইজারা সুকূকের একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এটি বাজারে লেনদেন করা যায়।
- জ. মেয়াদ শেষে ইজারা সম্পদ অরিজিনেটর সম্মত মূল্যে ক্রয় করে থাকেন।

### ইজারা সুকূক কাঠামোতে পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপসমূহ

DIFC Sukuk Guidebook (2009) অনুযায়ী ইজারা সুকূক ইস্যুর জন্য কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করতে হয়ঃ

১. অরিজিনেটরের পক্ষে এসপিভি বিনিয়োগকারীদের জন্য সুকূক ইস্যু করবে। এখানে ইস্যুকারী এসপিভি একই সাথে ট্রাস্টি হিসেবেও কাজ করেন।
২. বিনিয়োগকারীরা সুকূক ইস্যুকারীকে মূল্য পরিশোধ করেন।
৩. অরিজিনেটর ট্রাস্টি অথবা এসপিভি ইস্যুকারীর কাছে সম্পদ বিক্রয় করেন।
৪. অরিজিনেটর ট্রাস্টির কাছ থেকে বিক্রয়মূল্য গ্রহণ করেন।
৫. ইজারা চুক্তির ভিত্তিতে ট্রাস্টি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অরিজিনেটরের নিকট সম্পদ ইজারা দেন।
৬. অরিজিনেটর ইজারাদার হিসেবে এসপিভি/ট্রাস্টিকে ভাড়া পরিশোধ করেন।
৭. এসপিভি সুকূকে বিনিয়োগকারীদেরকে ভাড়া পরিশোধ করেন।

৮. ইজারা চুক্তির মেয়াদ শেষে অরিজিনেটর পূর্ব নির্ধারিত চুক্তির অধীনে সম্পদ ক্রয় করেন।
৯. অরিজিনেটর ট্রাস্টির কাছে সম্পদ মূল্য পরিশোধ করেন।
১০. ইস্যুকারী এসপিভি বিনিয়োগকারীদেরকে সুকূক মূল্য পরিশোধ করে থাকেন।
১১. ট্রাস্টি অরিজিনেটরকে একজন সার্ভিস এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করেন, যাতে করে সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় ও বীমা এবং করদায়সমূহ পরিশোধ করতে পারেন।
১২. চুক্তির সমাপ্তিতে ট্রাস্টি অরিজিনেটরকে পরিপূরক খরচসমূহ তথা সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় পরিশোধ করেন।

### সুকূকের মাধ্যমে বাংলাদেশে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে অর্থায়নের সম্ভাবনা

বাংলাদেশে সুকূকের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ অর্থায়নের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, যা নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলোঃ

### ক. অবকাঠামোর ঘাটতি পূরণ

Global Infrastructure Outlook এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৬-২০৪০ সময়কালে সড়ক, রেল, বিমান বন্দর, অন্যান্য বন্দর, টেলিকম, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের ৬০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে এবং বিনিয়োগ ঘাটতি হবে ১৯১ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশের জরুরি ভিত্তিতে অবকাঠামোগত ঘাটতিসমূহ দূর করার জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ ব্যয়ের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলেও স্বল্প বাজেট, অনুন্নত পুঁজিবাজার, অপরিপূর্ণ বৈদেশিক সাহায্য/লোন এবং প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বর্তমান অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিনিয়োগ চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে অবকাঠামোগত প্রকল্পসমূহ অর্থায়নের জন্য প্রচলিত খাতসমূহের পাশাপাশি সুকূকও একটি টেকসই অর্থায়ন খাত হিসেবে কাজ করতে পারে।

### খ. সামষ্টিক অর্থনীতির অনুকূল পরিস্থিতি

সুকূক ইস্যু করার পূর্বে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ দানের জন্য প্রতিটি দেশের কিছু সামষ্টিক অর্থনৈতিক পূর্বশর্ত পূরণ করতে হবে। এসকল পূর্বশর্তের মধ্যে রয়েছে বিগত বছরসমূহের ভাল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, রাজস্ব এবং চলতি হিসাবে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, মূল্যস্ফীতির নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং অর্থনীতির নীতিসমূহ প্রণয়নে স্বচ্ছতা বজায় রাখা। বাংলাদেশের অর্থনীতি বিগত দুই দশক ধরে টেকসই জিডিপি প্রবৃদ্ধি, রাজস্ব এবং চলতি হিসাব স্থিতিশীল ও মূল্য স্ফীতি সীমিত রাখা, রপ্তানি এবং রেমিটেন্স আয়ে সাফল্য অর্জন করেছে যা সুকূক বাজার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখতে পারে।

### গ. অতিরিক্ত তারল্য হ্রাস

পর্যাপ্ত সংখ্যক বিনিয়োগ হাতিয়ার না থাকায় বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অতিরিক্ত তারল্য বিদ্যমান। জুন, ২০২২ শেষে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অতিরিক্ত তারল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২৬.০৯ বিলিয়ন টাকা (Bangladesh Bank, 2022)। প্রয়োজনীয় সংখ্যক সুকূক ইস্যুর মাধ্যমে অতিরিক্ত তারল্য হ্রাস করা যেতে পারে।

### সুকূক বাজার সম্প্রসারণে চ্যালেঞ্জ ও করণীয়সমূহ

ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উন্নয়ন অর্থায়নে বাংলাদেশে সুকূকের ব্যাপক সম্ভাবনা বিদ্যমান। তবে সুকূক বাজার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বা সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে যেগুলো দূর করার মাধ্যমে সুকূক বাজার চাংগা হয়ে উঠতে পারে।

- **যুগোপযোগী আইনী কাঠামো:** বাংলাদেশের সুকূক বাজার উন্নয়নের নিমিত্তে সরকারী ও বেসরকারী খাতে সুকূক ইস্যুর উদ্দেশ্য ইতোমধ্যে গাইডলাইন ইস্যু করা হয়েছে। ইস্যুকৃত গাইডলাইনসমূহ সুকূক বাজার উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। তবে ইন্দোনেশিয়ার মতো সুকূক বাজার উন্নয়নের জন্য পৃথক আইন প্রণয়ন করা হলে বাংলাদেশের সুকূক বাজার শক্তিশালী হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।
- **দক্ষ জনবল:** বাংলাদেশে সুকূক বাজার সম্প্রসারণে দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। শরীয়াহ এবং সুকূক সম্পর্কিত জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের অভাব বাংলাদেশে সুকূক বাজার উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি অন্তরায়। এজন্য সুকূক সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবল গড়ে তোলা সুকূক বাজার সম্প্রসারণে জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ট্রেনিং কোর্স পরিচালিত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহে সুকূকসহ ইসলামী ফাইন্যান্স বিষয়ে এখনো পূর্ণাঙ্গ কোনো ডিপার্টমেন্ট চালু হয়নি; এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সনদ প্রবর্তনে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। আশার কথা যে, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ইসলামিক ব্যাংকিং এ পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা প্রোগাম চালু করেছে এবং এতে সুকূক বিষয়ে কোর্স অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- **সচেতনতামূলক কার্যক্রম:** বাংলাদেশের নীতিনির্ধারক, উদ্যোক্তা এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সুকূকের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অভাব রয়েছে। অধিকাংশ উদ্যোক্তা ও সরকারী নীতিনির্ধারক উন্নয়ন অর্থায়নে প্রচলিত উৎসসমূহ যেমন ব্যাংক, পুজিবাজার, বৈদেশিক সাহায্য/ঋণ/বিনিয়োগ থেকে তহবিল আহরণে অভ্যস্ত। সুকূক অর্থায়নে নতুন একটি ধারণা বিধায় বাংলাদেশে সুকূক বাজার গড়ে তোলা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এজন্য সুকূকের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এবং সরকারী ও বেসরকারী নীতিনির্ধারকদের সুকূক বাজার উন্নয়নে দৃঢ় মনোবল পোষণ করতে হবে।

- **আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ:** সক্রিয় সুকূক বাজার গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যেমন AAOIFI এবং IFSB এর মান অনুসরণ করা জরুরী। যেহেতু সুকূকের লেনদেনের ক্ষেত্রে আইনী অনিশ্চয়তা বিদ্যমান, সুনির্দিষ্ট আইনী কাঠামোর মাধ্যমে সুকূকের মাননির্ধারণ করা আবশ্যিক।
- **রাজস্ব প্রণোদনা:** বাংলাদেশে সুকূক বাজার গড়ে তোলার জন্য কর কাঠামোতে ছাড় প্রদান করা আবশ্যিক। এতোমধ্যে সুকূক ইস্যুর জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কতিপয় কর ছাড় প্রদান করেছে। বাংলাদেশের সুকূক বাজারে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে আরো কর ছাড় প্রদান জরুরী বলে অনেকে মনে করে থাকেন।
- **নিরন্তর গবেষণা:** বাংলাদেশের আর্থিক বাজারে সুকূক একটি নতুন হাতিয়ার। মালয়েশিয়া, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং অন্যান্য দেশসমূহের সুকূক কাঠামো ও এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক গবেষণা কর্ম পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশেও সুকূক বাজার সম্প্রসারণে সুকূক কাঠামো ও এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গবেষণা করা জরুরী।

### উপসংহার

শক্তিশালী অবকাঠামো উৎপাদন প্রক্রিয়া, বাণিজ্য সংযোগ, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে থাকে। বাংলাদেশকে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশে উন্নীত করার জন্য অবকাঠামো ঘাটতি দূর করতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক অবকাঠামোর গুণগত মানোন্নয়ন অতীব প্রয়োজনীয়। বিভিন্ন অবকাঠামো প্রকল্প অর্থায়নে বিপুল পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন, যা বাংলাদেশের প্রচলিত উৎসসমূহ থেকে পুরোপুরি যোগান দেয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশে জিডিপির প্রায় ৫ শতাংশ রাজস্ব ঘাটতি, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে দীর্ঘমেয়াদী তহবিলের অপরিপূর্ণতা, পুঁজি বাজারে উপযুক্ত আর্থিক হাতিয়ারের অভাব, বিদেশী সাহায্য/ঋণ এবং প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের স্বল্পতা রয়েছে। এক্ষেত্রে ইসলামী বিনিয়োগ সনদ 'সুকূক' অবকাঠামো প্রকল্প অর্থায়নের প্রচলিত উৎসসমূহের পাশাপাশি অন্যতম টেকসই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সুকূক ইস্যু এবং ব্যবস্থাপনার সহায়ক পরিবেশের জন্য প্রয়োজন সুকূক সংক্রান্ত পৃথক স্বচ্ছ আইন প্রণয়ন, শরীয়াহ কাঠামো শক্তিশালীকরণ, ব্যাপক কর প্রণোদনা প্রদান, অব্যাহত গবেষণা কর্ম পরিচালনা, জনসচেতনতা তৈরি এবং দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি। যেহেতু বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংকিং এ প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে, সম্প্রতি সুকূক ইস্যু করেছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অবকাঠামো প্রকল্পের অর্থায়নে সুকূকের ভূমিকা পালন করতে পারে, সেহেতু সুকূক সম্পর্কিত গুণগত গবেষণা ব্যাপক সংখ্যায় করা প্রয়োজন।

## References

- AAOIFI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. 2023. *Shari'ah Standards (Bangla Version)*. Central Board For Islamic Banks Of Bangladesh
- Abdullah, Abdul Aziz., Ahmad Shukri Yazid, Adam Abdullah, and Mohd Shahril Kamarudin. 2014. "Risk in funding infrastructure projects through sukuk or Islamic bonds" *International Review of Management and Business Research* 3:2 (June), 915-928.
- Al Bashir, Muhammad, and Al Amine, Muhammad. 2008. "Sukuk market: Innovations and challenges" *Islamic Economic Studies*. 15: 2. 1-22.
- Al Saeed, Khalid Sulaiman. 2012. "Sukuk Issuance In Saudi Arabia: Recent Trends And Positive Expectations". Doctoral dissertation, Durham University.
- Ali, Salman Syed. 2005. "An Introduction to Ijara Sukuk: Current Structures and Future Prospects" *Islamic Capital Market Products: Developments and Challenges*. Section 3.2. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank
- Bangladesh Bank (2020). Ijarah Sukuk Prospectus, 2020
- Bangladesh Bank. 2022. "Developments of Islamic Banking in Bangladesh, April-June, 2022"
- BEXIMCO, 2021. Sukuk Prospectus
- Chazi, Abdelaziz, Narendar Rao, and Lateef A. M. Syed. 2014. "Tapping funds for development: A case for sukuk financing" *Journal of Islamic Economics Banking and Finance*. 10:3, 171-198. DOI: 10.12816/0025959
- DIFC Sukuk Guidebook (2009). Dubai International Finance Center
- Fazlur Rahman, M. 2015. *Al Mu'jam Al Wāfi*. Riyad Prakashani
- Global Infrastructure Outlook. 2017. Oxford Economics & Global Infrastructure Hub
- Godlewski, Christophe J., Laurent Weill, and Rima Turk Ariss. 2013. "Sukuk vs. conventional bonds: A stock market perspective". *Journal of Comparative Economics*. 41:3, 745-761. DOI: 10.1016/j.jce.2013.02.006
- IFSB (2020). Islamic Financial Services Industry Stability Report 2020, IFSB, Malaysia

IIFM (2021). IIFM SUKUK REPORT 2021

- Kamil, Karmila Hanim, Marlina Abdullah, Shahida Shahimi, and Abdul Ghafar Ismail. 2010. "The subprime mortgages crisis and Islamic securitization" *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. 3:4, 386-401. DOI: [10.1108/17538391011093315](https://doi.org/10.1108/17538391011093315)
- Solé, Juan. 2008. "Prospects and challenges for developing corporate sukuk and bond markets" © International Monetary Fund. Lessons from a Kuwait case study" *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. 1:1, 20-30. DOI : [10.1108/17538390810864232](https://doi.org/10.1108/17538390810864232)
- Wilson, Rodney. 2008. "Innovation in the structuring of Islamic sukuk securities." *Humanomics*. 24:3, 170-181. DOI: <https://doi.org/10.1108/08288660810899340>